কলকাতা হাইকোর্ট

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সিআরআর ৬৯৩

সহ

২০১৯-এর সিআরএএন ১

(২০১৯-এর পুরনো নম্বর সিআরএএন ৮৬৮)

মেসার্স ক্যালিক্স প্রজেক্ট ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

বনাম

শ্রী আশীষ কুমার চ্যাটার্জি

আবেদনকারীদের জন্য	:	শ্রী শান্তনু তালুকদার।
বিপরীত পক্ষের জন্য	:	কেউ নয়।
শুনানি শেষ হয়েছে	:	০৫.০৯.২০২৩
বিচার	:	০৩.১০.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :-

১. বর্তমান সংশোধনীটি ০৩.১০.২০১৮ তারিখে দুর্গাপুর, বর্ধমানের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ২০১৬ সালের ২২ নং ফৌজদারি আপিল মামলায় প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আপিল খারিজ করা হয়েছে এবং ৩০.১১.২০১৬ তারিখের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় বহাল রাখা হয়েছে এবং

৩০.১১.২০১৬ তারিখের সাজার আদেশ, দুর্গাপুর, বর্ধমানের চতুর্থ আদালতের বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত। টি.আর. নং. ২২/২০১৫ এর সাথে সম্পর্কিত অভিযোগ মামলা নং সি-৩৫৯/২০১৫, যার অধীনে এবং যার অধীনে আবেদনকারীদের ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী নং. ২-কে ২ (দুই) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৮,৪০,০০০/- টাকা (আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা হিসেবে অভিযোগকারীকে প্রদান করা হবে এবং ৮,৩০,০০০/- টাকা (আট লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হবে এবং অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

২. আবেদনকারীদের মামলা হল যে আবেদনকারী নং ১ একটি সংস্থা এবং আবেদনকারী নং ২ আবেদনকারী নং ১ কোম্পানির পরিচালক।

৩. বিরোধী পক্ষ নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮/১৪১ ধারার অধীনে অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্গাপুর, বর্ধমানের আদালতে অভিযোগ মামলা নং সি-৩৫৯/২০১৫ চালু করে ১৩.০৭.২০১৫ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অভিযোগ করে যেঃ-

"অভিযুক্ত নম্বর ২ একজন পরিচালক এবং অভিযুক্ত নম্বর ১-এর অনুমোদিত প্রতিনিধি (এখানে পরে মেসার্স ক্যালিক্স প্রজেক্ট ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কোম্পানি দ্বারা নির্মিত আবাসিক ফ্ল্যাট সরবরাহের পরিবর্তে অভিযোগকারীর কাছ থেকে ২০১৩ সালে ফ্ল্যাটটির মোট মূল্যের মধ্যে Rs.১৮,১৯,৬৬০/- (মাত্র আঠারো লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শো ষাট টাকা) আন্তরিক অর্থ হিসাবে পেয়েছিলেন এবং তারপরে বর্তমান অভিযোগের তারিখ ১৭.০৭.২০১৩-এর সাথে বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি করেছিলেন। বিক্রয়ের জন্য এই চুক্তির ভিত্তিতে এই

অভিযোগকারী ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এএসপি শাখা থেকে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ০২০৫৩০৬৫১৫৮৪১ এর মাধ্যমে গৃহঋণ নিয়েছিলেন, যা ১০.০৮.২০১৩ তারিখে উপরোক্ত ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। শঙ্করপুরের এসিএল-এ অবস্থিত ৩বি/৩পিএল ব্লক-এ নম্বরের আবাসিক ফ্ল্যাটটির আংশিক মূল্য ৩,৬৩,৯৩২/- (তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শ বত্রিশ টাকা মাত্র) ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এএসপি শাখা এই অভিযোগকারীর ঋণের পরিমাণ থেকে মেসার্স ক্যালিক্স প্রজেক্ট ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেডের (এখন থেকে অভিযুক্ত নং ১ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুকূলে জারি করেছিল। এই গৃহঋণের ইএমআই প্রতি মাসে ১২৩৭১/- টাকা হারে গণনা করা হয়েছিল। পরে ২৪.০২.২০১৪ তারিখে অভিযোগকারী অভিযুক্ত কোম্পানির নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে তার দ্বারা তৈরি ফ্ল্যাটের বুকিং বাতিল করার জন্য একটি নোটিশ জারি করেন এবং অভিযুক্ত নং দ্বারা তা গ্রহণ করা হয়। ২ উক্ত কোম্পানির পরিচালক ছিলেন এবং এরপর আইনি দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি নং ২ ৩০.০৪.২০১৫ তারিখে ১,৫০,০০০/- টাকার দুটি চেক নং ০০০১২৩ এবং ৩১.০৫.২০১৫ তারিখে ২,৭০,৮৯৮ টাকার চেক জারি করেন, যা এইচডিএফসি ব্যাংক, সিটি সেন্টার শাখা, দুর্গাপুরে অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী হিসেবে টানা হয় এবং উক্ত চেকগুলি যথাক্রমে ০৩.০৬.২০১৫ এবং ১০.০৬.২০১৫ তারিখে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর শাখায় নগদীকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অভিযোগকারী ৪.০৬.২০১৫ এবং ১১.০৬.২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক "পেমেন্ট আটকে দেওয়া হয়েছে ড্রয়ার কর্তৃক " এন্ডোর্সমেন্ট সহ এই দুটি চেকের অস্বীকৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর অভিযোগকারী কর্তৃক ১২.০৬.২০১৫ তারিখে এন.আই. আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়, যা অভিযুক্তরা ১৩.০৬.২০১৫ তারিখে গ্রহণ করেন এবং যেহেতু ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীর অনুকূলে অর্থ প্রদান করেননি, তাই অভিযোগকারী ১৩.০৭.২০১৫ তারিখে এই মামলা দায়ের করেন।"

৪. বিচারের সমাপ্তির পরে, বর্ধমানের দুর্গাপুরের ৪ নম্বর আদালতের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ সম্পর্কিত ৩০.১১.২০১৬ তারিখের দোষী সাব্যস্ত করার রায় এবং ৩০.১১.২০১৬ তারিখের সাজার আদেশ পাস করেন কেস নম্বর. সি-৩৫৯/২০১৫ টি. আর-এর সাথে সম্পর্কিত।

৫. সুতরাং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা দুর্গাপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপিল করেন এবং এটিকে ফৌজদারি আপিল নং ২২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ২০১৬ সালের।

৬. দুর্গাপুর, বর্ধমানের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আবেদনকারী নং ২-এর প্রতিনিধিত্ব বা যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না করার ফলে, দুর্গাপুর, বর্ধমানের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই আপিল খারিজ করে দেন এবং বিতর্কিত রায়ের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ বহাল রাখেন।

৭. **আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনি সহায়তা আইনজীবী শ্রী শান্তনু তালুকদার দাখিল করেছেন যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, দুর্গাপুর, বর্ধমানের, আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমপক্ষে একজন আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি/ আদালত বন্ধু হিসেবে অথবা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্যানেল থেকে যেকোনো বিজ্ঞ আইনজীবীকে নিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলের শুনানি করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় নিশ্চিত করার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, অন্যথায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, দুর্গাপুর, বর্ধমানের, ডিফল্টের কারণে বিষয়টি খারিজ করে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আপত্তিকর আদেশে এই ধরনের সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করা হয়নি।**

৮. এইভাবে উপস্থাপিত হয় যে, পুনর্বিবেচনার অধীনে রায়টি এইভাবে স্পষ্টভাবে অবৈধ এবং উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য এই মাননীয় আদালতের হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় ন্যায়বিচারের ।

৯. **বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিষেবা "বাম এইচ.আর. প্রেরকের কাছে" অনুমোদন নিয়ে ফিরে এসেছে।**

১০. পুনর্বিবেচনার অধীনে রায় ও আদেশ নিম্নরূপঃ-

"তারিখের আদেশ ০৩.১০.২০১৮

উত্তরদাতা বিজ্ঞ আইনজিবির মাধ্যমে হাজিরা ফাইল করে।

আজ নির্দিষ্ট আদেশ প্রদান করা হয়।

সেই উদ্দেশ্যে খোলা আদালতে আদেশ পাস করা হয়েছে।

তাই এটি আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যে আপিলটি হবে এবং একই আবেদনটি এতদ্বারা খারিজ করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় মাজিস্ত্রাতে, ৪ কোর্ট, ডি জি পি দ্বারা সি/আর ৩৫৯/১৫-এ ৩০.১১.১৬-এ প্রদত্ত রায় ও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং সাজা এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দোষীকে এই আদেশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাজা কার্যকর করা যায়।

দোষী যদি সাজা ভোগ করার জন্য আত্মসমর্পণ না করে তবে নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত বলপ্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই আদেশের একটি অনুলিপি সহ এল. সি. আর-কে নীচের বিজ্ঞ আদালতে ফেরত পাঠান।

Sd/-
অতিরিক্ত দায়রা বিচারক
দুর্গাপুর "

১১. **Cr.P.C-এর ৩৮৪ ধারা নিচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-**
"৩৮৪- আপিলের সংক্ষিপ্ত বাতিলকরণ-

(১) ধারা ৩৮২ বা ধারা ৩৮৩-এর অধীনে প্রাপ্ত আপিলের আবেদন এবং রায়ের অনুলিপি পরীক্ষা করার পরে, আপিল আদালত বিবেচনা করে যে হস্তক্ষেপের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তবে এটি আপিলটি সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করতে পারেঃ তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) ৩৮২ ধারার অধীনে উপস্থাপিত কোনও আপিল খারিজ করা হবে না যদি না আবেদনকারী বা তার উকিলের সমর্থনে শোনার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থাকে;

(খ) ৩৮৩ ধারার অধীনে উপস্থাপিত কোনও আবেদন খারিজ করা হবে না যদি না আপিল আদালত মনে করে যে আপিলটি তুচ্ছ বা আদালতে হেফাজতে অভিযুক্তকে হাজির করা এমন অসুবিধার সাথে জড়িত যা মামলার পরিস্থিতিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

(গ) ধারা ৩৮৩-এর অধীনে উপস্থাপিত কোনও আপিল সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হবে না যতক্ষণ না এই ধরনের আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়ের মেয়াদ শেষ হয়।

(২) এই ধারার অধীনে কোনও আবেদন খারিজ করার আগে আদালত মামলার রেকর্ড চাইতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীনে আপিল খারিজকারী আপিল আদালত যদি দায়রা আদালত অথবা প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের হয়, তা হলে এটি তা করার কারণ লিপিবদ্ধ করবে।

(৪) এই ধারার অধীনে ৩৮৩ ধারার অধীনে উপস্থাপিত আপিল সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হয়েছে এবং আপিল আদালত খুঁজে পেয়েছে যে একই আপিলকারীর পক্ষে ৩৮২ ধারার অধীনে যথাযথভাবে উপস্থাপিত আপিলের আরেকটি আবেদন তার দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি, সেই আদালত, ধারা ৩৯৩-এ যা কিছু থাকা সত্ত্বেও, যদি সন্তুষ্ট হয় যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি করা প্রয়োজন, তবে আইন অনুসারে এই ধরনের আপিলের শুনানি এবং নিষ্পত্তি করতে পারে।"

১২. অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট আপিলের সংক্ষিপ্ত খারিজ অনুমোদন করেনি-দেখুন (১৯৮১) ২ এস. সি. সি. ৫৭৫; (১৯৭৪) ৪ এস. সি. সি. ২১৩: এ. আই. আর. ১৯৮৩ এস. সি. ৬৬:১৯৮২ সি. আর. এল. ১৯৭২: (১৯৮২) ২ এস. সি. সি. ৩৯৬। এমনকি যদি আপিলকারীর আইনজীবী যুক্তি দিতে অস্বীকার করেন, আদালতকে অবশ্যই সংক্ষিপ্তভাবে আপিল খারিজ করার পরিবর্তে একজন আইনজীবী অ্যামিকাস কিউরি / আদালত বন্ধু নিয়োগ করতে হবে এবং তারপরে উপর আপিল নিষ্পত্তি করতে এগিয়ে যেতে হবে যোগ্যতা অনুযায়ী -১৯৮১ এস. সি. সি ৭৫.

১৩. **আইন সহায়তা পরামর্শদাতা শ্রী তালুকদারের যুক্তি আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে** এইভাবে আইন অনুসারে।

১৪. **বর্তমান মামলায় বিজ্ঞ দায়রা আদালত লিমিনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করে দিয়েছেন এবং আপিলের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ততার আদেশ বহাল রেখেছেন, যা স্পষ্টতই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী। সুতরাং, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, পুনর্বিবেচনার অধীনে রায় এবং আদেশ বাতিল করা যেতে পারে কারণ ন্যায়বিচারের গুরুতর অপব্যবহার হয়েছে।**

১৫. **সংশোধনমূলক আবেদনটি ২০১৯ সালের সি. আর. আর ৬৯৩ হওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।**

১৬. ২০১৬ সালের ২২ নং ফৌজদারি আপিলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, দুর্গাপুর, বর্ধমান কর্তৃক প্রদত্ত ০৩.১০.২০১৮ তারিখের অপ্রকাশিত রায় এবং আদেশ, যার ফলে আপিল খারিজ হয়ে যায় এবং ৩০.১১.২০১৬ তারিখের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় এবং ৩০.১১.২০১৬ তারিখের সাজার আদেশ, যা বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্গাপুর, বর্ধমান কর্তৃক প্রদত্ত, ২০১৫ সালের টি.আর. নং ২২ এর সাথে সম্পর্কিত অভিযোগ মামলা নং সি ৩৫৯/২০১৫ সম্পর্কিত।

১৭. নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ২২ নং আপিলটি এই আদেশের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, দুর্গাপুর, বর্ধমান কর্তৃক শুনানি এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৮. বর্ধমানের দুর্গাপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আবেদনকারীদের নিজস্ব আইনের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন আইনজীবী। এমনকি দায়িত্ব পালনের পরেও প্রতিনিধিত্ব না করার ক্ষেত্রে, আদালত

জেলা আইনগত সেবা কর্তৃপক্ষের প্যানেল থেকে একজন আইনগত সহায়তা পরামর্শদাতা নিয়োগ করবেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

১৯. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

২০. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তা বাতিল করা হয়েছে।

২১. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

২২. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal